সংবাদ

তারিখ ... 22.10.83 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

মাধ্যমিক স্তরে নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রশ্নটি আরো পর্যালোচনার নির্দেশ

(বিশেষ প্রতিনিধি)

টাস্ক ফোর্স কর্তৃক মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য পেশকৃত সুপারিশগুলোর ভিত্তিতে নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করে এস, এস সি পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়টি আরো পর্যালোচনা করে দেখার জন্য মন্ত্রিসভা সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

টাস্ক ফোর্সের সুপারিশগুলো বিবেচনার জন্য সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভা উপরোক্ত নির্দেশ প্রদান করেন। টাস্ক ফোর্স তাদের সুপারিশে অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাধ্যমিক স্তরে কৃতিত্ব পরিমাপনের জন্য বর্তমান প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষা হতে প্রবর্তন করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে টাস্ক ফোর্স মাধ্যমিক শ্রেণীর ১৯৮৩ শিক্ষা বর্ষের অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষার সকল বিষয়ের উপর আইটেম প্রণয়নের কাজ ১৯৮৩ সালের আগষ্ট মাস থেকে শুরু করা বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করলেও এ কাজ আরম্ভ করার জন্য সরকার এখনো নির্দেশ দেননি।

টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাবিত নয়া পরীক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমানে প্রচলিত রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তরের বদলে অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি পৃথিবীর বহুদেশে সাফল্যের সাথে চালু করা হয়েছে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে প্রত্যহ একাধিক বিষয় বা পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। সমগ্র পরীক্ষা ১০।১২ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক পত্রে ১০০ নম্বরের জন্য ১০০টি আইটেম থাকবে। বাংলা, ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষা সম্পর্কিত বিষয়ে ২৫% নম্বরের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন করা যেতে পারে। সাহিত্য বিষয়ে এর পরিমাণ ৫০% হতে পারে। বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ১০০টি আইটেম সম্বলিত প্রত্যেক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য এক ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় দেয়া হবে। বাংলাদেশে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম বাংলা হওয়ায় এ সকল অভীক্ষা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হবে।

টাস্ক ফোর্স তাদের সুপারিশে

(শেষ পৃষ্ঠা ১-এর ক:দ্র:)

নয়া পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

উল্লেখ করেন যে, ১৯৮৫ সালের পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করতে হলে আইটেমের পূর্বপরীক্ষণ সম্ভব হবে না। এ জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রণীত আইটেমগুলো মডেল হিসাবে গ্রহণ করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আইটেম তৈরী করতে হবে। আইটেম তৈরী করণ এবং তা মুল্যায়ন করা একটি সার্বক্ষণিক কাজ। এ দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ড অথবা স্থায়ী কোন সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে। বোর্ড অথবা অন্য কোন স্থায়ী সংস্থায় আইটেম ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে। সেই ব্যাঙ্ক হতে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় আইটেম গ্রহণ করে অভীক্ষা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের প্রয়োজনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরীক্ষায় কম্পিউটার ব্যবহার করতে হবে বলে টাস্ক ফোর্স গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং কৃতিত্ব অভীক্ষার সঙ্গেই বিদ্যার্জন সম্ভাব্যতা অভীক্ষাও প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর একত্রীকরণের কাজ চলছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশের ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে একত্রীভূত করে প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা বোর্ড গঠনের কাজ ক্রমাণ্বয়ে অগ্রসর হচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এ মজিদ খান জানিয়েছেন। এব্যাপারে একটা নীতিমালা তৈরী হচ্ছে বলে মন্ত্রী এই বার্তা পরিবেশকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে, পিরোজপুর পারেরহাট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী অনুরূপা ভৌমিকের উপর বর্বর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় মিলিতভাবে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক হাসপাতালে মিস অনুরূপা ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেও শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন।